সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ঃ আধুনিক কথাশিল্পীর কণ্ঠস্বর

অ স্ট্রি ক আ র্য

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর শিল্পীসত্তার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, তিনি নিজেও এ সম্পর্কে ছিলেন সজাগ ও সন্দেহাতীত সেজন্যেই তিনি অনায়াসে ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন যে, 'পশ্চিম জগৎকে ছাড়িয়ে যাওয়াও কঠিন নয় তাঁর পক্ষে; কিন্তু পশ্চাদ্বর্তী স্ব-সমাজের মানুষের জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন তাই স্ব-শিল্পযোগ্যতাকে হ্রস্ব করেছেন, তাদের উপযোগী কুশলতায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন এই উদার শিল্প-মানস ও মানুষিক-বৈভবই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আধ্যাত্মিক মনস্বতার পরিচয়োপাত্ত। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু, চরিত্র-সংশ্লেষ, দৃশ্যময়তা ও সত্য-আবিষ্কার অনুপ্রেরণা আমাদের এই সত্য অনুধাবন করতে প্রাণিত করছে। তবুও তাঁর শিল্প-চাতুর্য ও পটুত্বের পরাজয় কেবলই অনুপস্থিত, শিল্পবোধের চূড়ান্ত রসানুভূতিতে তাঁর সাহিত্য টলোমলো, তৃপ্তিদায়ক এবং অধিক দৃষ্টি আকর্ষকও। টলস্টয় যেমন বলেছেন ঃ 'মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্প্রসারিত করা ও মনুষ্যত্বের সম্বল যে আত্মিক সম্পদ তা বৃদ্ধি করতে পারার মধ্যেই শিল্পের গুরুত্ব ও মূল্য নিহিত।'

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ; বাঙলা ভাষার সেই অসাধারণ কথাশিল্পী যিনি সনিষ্ঠা ও মনস্বতায় অতুলনীয়। বস্তুত তিনি ছিলেন আমাদের কথাসাহিত্যের নির্মিতি ও মর্মাংশে এক শুদ্ধ আধুনিক শিল্পী। ফলস্বরূপ, যুগাত্মক জটিল চেতনাপ্রবাহী আঙ্গিকে যেমন তিনি ছিলেন চূড়াবিহারী তেমনিভাবে বিষয়-আশয়েও অতিশয় কালচৈতন্যবাহী ও বিস্ময়সূচক; অথচ

এই অনন্যসাধারণ, স্বতন্ত্র সৃষ্টিশীলতায় ঋদ্ধ এই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কেন যেন আমাদের সাহিত্যালোচনায় কম উচ্চারিত, ক্ষীণ তোলপাড় তোলা, আর তাঁর অবিনাশী রচনাসমূহও কম পঠিত। সম্ভবত এই সমকালের চতুর্দিকব্যাপী যে অবক্ষয় এটিও তারই সাক্ষ্য।

বাংলাদেশের সাহিত্যের বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিকতার সারথিসমপুরুষ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। তিনি আমাদের বিরলপ্রজ লেখকের একজন। তিনি তাঁর প্রায় তিন দশকের সাহিত্যজীবনে লেখায় অবিরল না হলেও নিঃসন্দেহে তাঁর প্রণয়নই অতুল্য হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র আধুনিক মনস্বতায়, আত্মআবিষ্কারস্পৃহা ও ধীসম্পন্নতার কারণে তাঁর শিল্পপ্রকরণে সমাজ ও ব্যক্তিলগ্নতা সবিশেষ অর্থ ও তাৎপর্যে উদযাপিত ও উদ্ভাসিত। তিনি প্রথমদিকে ছিলেন মূলত গল্পকার এবং উত্তরকালে ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার; অর্থাৎ প্রকরণে ছোট থেকে বৃহৎ অভিলাষী যেমন, আবার অতিক্রমণের স্পৃহায়ও চূঁড়াআকাঙ্ক্ষী। প্রকৃতপক্ষে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে এসব বিবেচনাসমূহই নুরউল করিম খসরু রচিত 'আধুনিকতা ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ' শিরোনামের গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধাবলিতে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সুললিত ও পরিপক্ব এই প্রবন্ধের বইটি প্রকাশ করেছে প্রকাশনা সংস্থা 'ঐতিহ্য'।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর স্ব-রচনায় বরাবরই ছিলেন শিল্প-পুঞ্জের কাছে নত পুরুষ। ফলস্বরূপ তাঁর ছোটগল্পে যেমন তেমনি উপন্যাসেও জীবন-চর্চা ও বিশ্বাসের সঙ্গে শিল্পসৌন্দর্যবোধ একাত্ম- মোহনায় ঘূর্ণিত ও চূর্ণিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে একটি স্থিত অথচ মেধাবী, মননশীল, রুচিবান শিল্পীসত্তা অধিষ্ঠিত ছিল সেই সূত্রে তাঁর সংবহ ব্যক্তিত্ব-সংক্রামে, স্বোপার্জিত পৃথকতায় তিনি একটি স্বকীয় সাহিত্যবিশ্বের নির্মাতা এবং সেক্ষেত্রে তিনি অতুল্য।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর শিল্পীসত্তার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, তিনি নিজেও এ সম্পর্কে ছিলেন সজাগ ও সন্দেহাতীত সেজন্যেই তিনি অনায়াসে ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন যে, 'পশ্চিম জগৎকে ছাড়িয়ে যাওয়াও কঠিন নয় তাঁর পক্ষে; কিন্তু পশ্চাদ্বর্তী স্ব-সমাজের মানুষের জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন বিধায় স্ব-শিল্পযোগ্যতাকে হ্রস্ব করেছেন, তাদের উপযোগী কুশলতায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন এই উদার শিল্প-মানস ও মানুষিক-বৈভবই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আধ্যাত্মিক মনস্বতার পরিচয়োপাত্ত। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু, চরিত্র-সংশ্লেষ, দৃশ্যময়তা ও সত্য-আবিষ্কার অনুপ্রেরণা আমাদের এই সত্য অনুধাবন করতে প্রাণিত করছে। তবুও তাঁর শিল্প-চাতুর্য ও পটুত্বের পরাজয় কেবলই অনুপস্থিত, শিল্পবোধের চূড়ান্ত

রসানুভূতিতে তাঁর সাহিত্য উজ্জ্বল, তৃপ্তিদায়ক এবং অধিক দৃষ্টি আকর্ষকও। টলস্টয় যেমন বলেছেন ঃ 'মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্প্রসারিত করা ও মনুষ্যত্বের সম্বল যে আত্মিক সম্পদ তা বৃদ্ধি করতে পারার মধ্যেই শিল্পের গুরুত্ব ও মূল্য নিহিত।' সে বিচারেও তিনি মূল্যবান। তাঁর উপন্যাসের জীবনবোধ অন্ধতা থেকে আলোকে গমনপ্রেমী, জীবন-জিজ্ঞাসাকে তিনি পাঠক-চৈতন্যে অনুধাবনযোগ্যতায় তুলে ধরেছেন। তাছাড়া, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর সাহিত্যকীর্তিতে সততই নির্ভীক ও মৌলিক, পূর্বসূরি ও পশ্চিম-জগৎ তাঁর আত্মীয় সত্য কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্যে, ভাষাভঙ্গিতে, অভিরুচিতে, উত্থাপন-প্রক্রিয়ায়, সাজুয্য ও সংকেতময়তায়, জীবন-জিজ্ঞাসায় তাঁর স্ব-নির্ধারিত ও চিহ্নিত একটি পরিচয় দেদীপ্যমান করেছেন। অবশ্য স্ব-ক্ষেত্রেও তিনি রূপান্তরপ্রেমী কথাশিল্পী, নিজ-অবস্থা ও শিল্প-অনুসন্ধিৎসায়ও তিনি নিজেকে বারবার পরিবর্তিত, নির্মাণ-পুনর্নির্মাণে সক্রিয় রেখেছেন, প্রণিধানযোগ্য রেখেছেন তাঁর সাহিত্য-শস্যকে।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জন্ম ১৯২২ সালে; ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে স্পর্শ করেনি; কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তিনি যৌবন-ভরাট যুবক উদ্দীপনায়, নব-স্বপ্নে, আবিষ্কারে, ক্রিয়ায়-প্রতিক্রিয়ায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্মত। তাঁর এই মানসজাত অস্তিত্ব ও চেতনা-বিস্ময়ে তিনি বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে, স্বদেশ ও স্ব-সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন। চল্লিশের সেই দিনকাল, ভারতীয় উপমহাদেশে কী বহির্বিশ্বে কী অস্থির, ক্ষয়িষ্ণু এবং রূপান্তর-অভিপ্রায়ী না ছিল! মানুষের সকল স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা প্রতারণা করছে, বিশ্বাস-মূল্যবোধ বদলে যাচ্ছে এসবই সত্য; কিন্তু অস্তিত্বের সংগ্রাম? তা স্তব্ধ হয়নি; বরং আরো ব্যাপকতায়, বিচিত্রমুখীন শাখা-প্রশাখা বিস্তারি হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশেই পঞ্চাশের মন্বন্তরে, রাজনৈতিক ফটকাবাজিতে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, উদ্বাস্তুতায়, মন্দায় মানুষ মরেছে, আবার বেঁচেও ছিল স্ব-কৃতি ও শক্তিতে। এই কাল পরিসরেই শ্রেণী বদল হয়েছে মানুষের; মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে আমাদের দেশে। এসবই বহির্বাস্তব দৃশপট, মানুষের অভিজ্ঞতাভুক্ত ঘটনাবলি; কিন্তু মানুষের অভ্যন্তর-প্রদেশে, সমাজ-সম্পর্কতায় সংক্ষোভ ও দ্বন্দ্বের লীলা ছিল আরো ভয়াবহ।
জীবনজিঘাংসায়, সংকট ও বিস্ময়বোধে, ক্ষোভ ও দ্বন্দ্বে জীবন চূর্ণিত হয়েছে, আত্মতায় এবং তীক্ষ্ণতায় বলীয়ান হয়েছে মানুষ সংগ্রামী সাধারণ মানুষ; এই কালযুক্ত সময় বাস্তবতাকেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর মানস-অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত করেছিলেন। উপরন্তু, বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের অথবা তৎপূর্ববর্তীকালের যেসব শিল্প-আন্দোলন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর উদ্ভাবন বহির্বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও ঢেউ তুলেছিল; আধুনিক মানসলোককে প্রসারিত ও বিস্ময়সূচক করে তুলেছিল সে সম্পর্কেও তিনি
ছিলেন অবহিত ও উৎসাহী; অর্থাৎ তিনি তাঁর উপন্যাসে মানুষকে মানুষের স্বয়ংসম্পূর্ণ চূড়ান্তরূপকে আবিষ্কার-ইচ্ছায় অনুবর্তিত হয়েছেন। কিন্তু সে মানুষের বাস ও পটভূমিক আয়তন তার দেশ, সমাজ-সম্পর্কতা ও কালআরণ্যকতা বস্তুত আমাদের দেশে উত্তর-তিরিশের যে সাহিত্যিক-আবহাওয়া, বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে; অর্থাৎ আভিজাত্য, রূপ-যৌবন-কল্লোলিত সাহিত্যকে অগ্রাহ্য করা; সাহিত্যের যুগধর্মী আত্মার সন্ধান করা, বঙ্কিম-মাইকেল-রবীন্দ্র বলয় বহির্ভূত একটি স্ব-চিহ্নিত বহির্দেশী ধারাকে বেগবান, মেদী, জেদী করে তোলা; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহতেও সেই অভিনিবেশ ও বৈদগ্ধনিষ্ঠা ও কর্মিষ্ঠ মেধার সন্ধান পাওয়া যায়। জীবনানন্দীয় নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাবোধের সচলতায় যেন তিনি আতংকিত; তাঁর সাহিত্যআরাধ্যও যেন তাই ঃ 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,/যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা...।' এই অন্ধকার-তমিস্রা; জীবনের জটিল ধূসরতা, মহৎ ক্রিয়াকলাপের বিষাদিত রূপ হৃদয়ের অলঙ্গ অপবিত্র অসুন্দর আত্মা এবং সন্ত্রাসে বিচলিত যুগ-বৈভবকে তিনি চৈতন্যে অধিকার করে নিয়েছিলেন; তাঁর সাহিত্য-কৃতি সেই নির্দেশনা ও নিদর্শন যেন। জীবনের প্রত্যক্ষণ ও পরিচর্যায় তিনি কালের বিবেচক; এবং শিল্প-সূত্রে তিনি যে আধুনিক এসবই প্রাবন্ধিক খসরু অত্যন্ত সংহত ও ভাবগাম্ভীর্যতায় তুলে ধরেছেন তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থে।
আশির দশকের গোড়ার দিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচনা সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থপ্রণেতার ঐকান্তিকতা ও অভিনিবেশ গড়ে ওঠে। সে সময় ওয়ালীউল্লাহর ছোটগল্পসমূহ নিয়ে তিনি নিবিষ্ট হন। তারই ফলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিষয়ক তাঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ছোটগল্প ঃ 'বিষয়আশয়' প্রকাশিত হয়

১৯৮৩-তে। পরবর্তী সময়ে ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসসমূহ পড়ে তাঁর প্রতি খসরুর অভিভূতি ও বিমুগ্ধতা আরো বেড়ে যায় এবং এ বিষয়ে খসরুর নব-নতুন উদ্ভাস তৈরি হয়। খসরু তাঁর উপন্যাসসমূহের উপর আরো কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন সব মিলিয়েই খসরুর এই গ্রন্থ 'আধুনিকতা ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'।
বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ তিনি লিখেছেন বিভিন্ন সময়ে, অধারাবাহিকতায়; কিন্তু লেখকের দৃষ্টিপাত ছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সামগ্রিক সৃষ্টিশীলতার প্রতি, ফলে আশা করা যায় ঃ ওয়ালীউল্লাহর যে-সামগ্রিক শিল্প ও কালচেতনা গ্রন্থে ধৃত হয়েছে তাতে পাঠকমাত্রই উজ্জীবিত ও আরো অনিসন্ধিৎসু হয়ে উঠবেন।
সাহিত্যের উৎসাহী পাঠকদের জন্যে এই গ্রন্থে নতুন অনুভব ও দ্যোতি রয়েছে নিঃসন্দেহে। ওয়ালীউল্লাহর বিভিন্ন বাক্য ও অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে উদাহরণ দিয়েছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু শুধুমাত্র তত্ত্ব ও তথ্যে গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত করেননি। বাঙলা আধুনিক সাহিত্য ও ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যে আধুনিকতা দুটো বিষয় সমান্তরালভাবে এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে লেখক আলোচনা করেছেন ঋদ্ধ ও নির্মেদ গদ্যে। নিজস্ব মতামত প্রদানে তিনি নির্ভীক ও অকুণ্ঠ থেকেছেন যেমন, বাঙালি মুসলমান কথাশিল্পীদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যে প্রথম আধুনিক পুরুষ এ কথাটাও তিনি বলেছেন দ্ব্যর্থহীনভাবে।
তিনি তাঁর এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে চারটি অনুজ কিন্তু সহোদর-রচনা সংযুক্ত করেছেন। উপন্যাস 'লালসালু' নিয়ে পূর্বে লিখিত রচনার পুনর্বিবেচনা করেছেন। 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থে সংকলিত 'পরাজয়' গল্প নিয়ে দ্বিতীয় পাঠ লিখেছেন, এছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জানাঅজানা জীবন এবং সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি সংযুক্ত করেছেন যা ওয়ালীউল্লাহর নবীন পাঠককে উৎসুক করে তুলবে। ওয়ালীউল্লাহর মোট তিনটি নাটক ঃ 'বহিপীর', 'তরঙ্গভঙ্গ' ও 'সুড়ঙ্গ' নিয়ে প্রাবন্ধিক যদি তাঁর স্বভাবসুলভ সমালোচনা এ গ্রন্থে স্বতন্ত্র শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত করতেন তাহলে ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যকর্ম বিষয়ে পাঠক একটি স্বতন্ত্র অথচ পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিতে পারতেন। গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণে তিনি পাঠকের এই দাবি মেটানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। 'আধুনিকতা ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ' বইটি সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী বিশ্লেষকের জন্যও প্রাসঙ্গিক। ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যসামগ্রী সংখ্যায় নগণ্য হলেও গুণবিচারে যে অনন্য এবং দীপিত তা প্রাবন্ধিক খসরু তাঁর নিজস্ব গদ্য-ঢঙে টানটানভাবে টেনে ধরেছেন কথাসাহিত্যের ক্যানভাসে। বিস্রস্ত সময়ে তন্দ্রাভুক ঔৎসুক্যের বিপরীতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মতো এক আধুনিক কথাশিল্পীর পুনঃপাঠ আর চর্চার মধ্য দিয়েই আমরা ক্রমাগত চেতনে ও মননে জাগরিত হয়ে উঠতে পারি।